09

তারিখ 14 SEP 1996
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

দৈনিক সংবাদ

চর দখল ঃ হল দখল

মনু কবির

চর দখল করার ইতিহাস বাংলাদেশের ঐতিহ্যই বলা যেতে পারে। নদীমাতৃক দেশ। চর উঠলেই দখলের প্রচেষ্টা চলে— জোর যার মুল্লুক তার নীতিতে। সামন্তবাদী জমিদার গোষ্ঠী লাঠিয়াল পাঠাতেন চর জেগে উঠলেই। খুন জখম লেগেই থাকত। পুরনো চরও মাঝে মাঝে দখলের চেষ্টা চলত বলেই উভয় পক্ষের লাঠিয়ালরা সদা সতর্ক থাকতে বাধ্য হতো। প্রমত্ত পদ্মার বুকে বসে এক ডজন ফিস্ কেক, এক ডজন ডিম, তার সঙ্গে একটা মুরগির রোস্ট ও পরাটা খেতে খেতে মোহন ভাই (মরহুম ইউনুফ আলী চৌধুরী সাহেব) চর দখলের অনেক কাহিনীই শুনিয়েছেন। এই চর দখলকারীরা ছিলেন বিশেষ ঐতিহ্যবাহী সামন্তবাদী জমিদারের দল যারা নিজেদের সশস্ত্র লাঠিয়াল দল পুবে রাখতেন নিজেদের স্বার্থে। অবশ্য মোহন ভাই নিজে কখনো চর দখল করেছেন বলে শুনিনি।

আজকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে হল দখলের যে পালা চলছে সেটাও চর দখলের মতই নিজেদের রাজনৈতিক জমিদারীর স্বার্থে। এবং ছাত্রনেতাদের টেন্ডার চাঁদাবাজি, স্মাগলিং অর্থাৎ অর্থকরী স্বার্থ সিদ্ধির জন্য, তফাৎ হচ্ছে সামন্তবাদীর জায়গায় এসেছে রাজনৈতিক দল আর তাদের ছাত্র সংগঠনের কিছু নেতা-কর্মী।

ছাত্র সংগঠনগুলোতে রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে পাকিস্তান আন্দোলনের শুরু থেকে। সর্ব ভারতীয় মুসলিম ছাত্র সংগঠনগুলো যারা মুসলিম লীগের পক্ষে ছিল তারা অন্যান্য দলের মিটিং ভাঙ্গার জন্যে মঞ্চ দখল করার বিদ্যাটি প্রাক পাকিস্তান আমলেই আয়ত্ত করেছিল। কলকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্ক, মোহাম্মদ আলী পার্ক, বিভিন্ন ইনস্টিটিউটের ভেতরে যে মারপিট চলত তা অনেকের মনে থাকার কথা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকার অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো এই অনুপ্রবেশ থেকে বহুদিন মুক্ত ছিল। প্রাক স্বাধীনতা যুগে এখানকার হলগুলোতে নির্বাচন হতো রাজনৈতিক দল ভিত্তিক অথবা খানিকটা জেলা ভিত্তিক। ছাত্ররা এখানে জাতীয় রাজনীতির দিক থেকে হল বা বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচনে প্রভাবিত হত না। তারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মী হিসেবে সরাসরি দেশের নির্বাচন করত এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনে শরিক হত। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন মোনায়েম খান তার এনএসএফ দিয়ে, যার সুযোগ্য নেতা— ইউসুফ, হাসনাত, মওদুদ ইত্যাদি এখনও রাজনীতিতে বিদ্যমান।

বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বর্তমানে যে সন্ত্রাসী তৎপরতা চলছে সেটা তখনই বন্ধ হবে যখন সন্ত্রাসীদের রাজনৈতিক দলের আশ্রয়-প্রশ্রয় পাওয়া বন্ধ হবে। এর জন্য প্রয়োজন আইন করে রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠন হিসেবে ছাত্র সংগঠনগুলোর তৎপরতা বন্ধ করে দেয়া। আমরা বোধহয় ভুলে যাই যে যারা বার বছরের শিক্ষা স্তর পার করেছেন তারা বয়সের দিক থেকে সরাসরি রাজনৈতিক দলের সভ্য হওয়ার অধিকারী। মোদ্দা কথা হচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলো যদি তাদের সরাসরি সংগঠন সৃষ্টি করেন, তাহলে সন্ত্রাসীদের আশ্রয়স্থল থাকবে না। কারণ কোন রাজনৈতিক দলই তখন অস্ত্র বা সন্ত্রাসের দায়িত্ব নেবেন না বলে আমরা বিশ্বাস করি। ফলে সন্ত্রাসীরা দল বদল করেও আশ্রয় পাবে না। উদাহরণস্বরূপ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে আওয়ামী লীগ বা বিএনপি ইউনিট করতে অসুবিধা কোথায়?

ছাত্র সংগঠন নিশ্চয়ই থাকবে। কিন্তু তাদের কার্যক্রম শিক্ষাঙ্গন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে শিক্ষার স্বার্থে থাকতে হবে। বৃহত্তর রাজনৈতিক স্বার্থে চর দখলের মত হল দখলের দায়িত্বটুকু সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলগুলোকেই নিতে হবে। অন্য কোন রাস্তা আমাদের জানা নেই।

দেশের আইন শৃঙ্খলা স্থিতিশীল করার ও সন্ত্রাস বন্ধ করার পক্ষে সকল দলই ঐকমত্যের প্রয়োজন স্বীকার করেন। এদিকে জরুরি আলাপে বাধা কোথায়।

মোদ্দা কথা হচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলো যদি তাদের সরাসরি সংগঠন সৃষ্টি করেন। তাহলে সন্ত্রাসীদের আশ্রয়স্থল থাকবে না। কারণ কোন রাজনৈতিক দলই তখন অস্ত্র বা সন্ত্রাসের দায়িত্ব নেবেন না বলে আমরা বিশ্বাস করি। ফলে সন্ত্রাসীরা দল বদল করেও আশ্রয় পাবে না। উদাহরণস্বরূপ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে আওয়ামী লীগ বা বিএনপি ইউনিট করতে অসুবিধা কোথায়?